যুগান্তর

25 MAR 2003
৭ ৭

বরিশাল বোর্ডের ১৯টি ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা কেন্দ্রে বিডিআর থাকবে

পুলক চ্যাটার্জি, *বরিশাল ব্যুরো*

আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা। বরিশাল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বরত শিক্ষকরাই নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ জন্য জারি করা হয়েছে প্রলিখিত নির্দেশাবলী। বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ আনোয়ারুল হক গতকাল যুগান্তরকে বলেছেন, তারা প্রমাণ করতে চান শিক্ষকরাই নকল প্রতিরোধে যথেষ্ট। তিনি বলেন, কোন কেন্দ্রে গিয়ে যদি কক্ষ পরিদর্শকের বাইরের কেউ যেমন- ভিজিলেন্স টিম অথবা ম্যাজিস্ট্রেট নকল ধরেন তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাছাড়া পরীক্ষা গ্রহণে শিথিলতা বা অনিয়মের অভিযোগ যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে তার বেতন বন্ধ রাখার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে। বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, নকলের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রস্তুতির পাশাপাশি তারা ১৯টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং পরীক্ষা চলাকালে ওইসব কেন্দ্রে বিডিআর মোতায়েন করা হবে। এদিকে নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষাবোর্ডগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন গত ২১ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত বরিশালের বিভিন্ন স্থানে নকল প্রতিরোধে সভা-সমাবেশ করেছেন। এছাড়া শিক্ষা প্রশাসনের ২০ দফা নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে, পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০ কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। রাজনৈতিক নেতা, কিংবা ম্যানেজিং কমিটির কেউ কেন্দ্রের ভেতরে ঢুকতে পারবেন না। স্থানীয় সংসদ সদস্য কেন্দ্রে যেতে পারবেন কোন সহযোগী ছাড়া। কেন্দ্র সচিব ছাড়া আর কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। কোন দফতরি বা পিয়ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে পারবে না। কেন্দ্রের গেটে পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি করা হবে এবং নকল পাওয়া গেলে গেট থেকেই বহিষ্কার করা হবে। নকলপ্রবণ কেন্দ্রে ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বিক চিত্র ধারণ করে তার মাধ্যমে নকলকারী পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করে শাস্তি দেয়া হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশের ফটোকপি মেশিন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সঙ্গে ২০ দফা নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নকল প্রতিরোধে কৃতিত্বের অধিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত এবং নকল বিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। বরিশাল বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ আনোয়ারুল হক জানিয়েছেন, বরিশাল বোর্ডের সার্বিক পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য গঠন করা হয়েছে ষাটের অধিক ভিজিলেন্স টিম। প্রত্যেক টিমের সদস্য সংখ্যা তিন থেকে পাঁচজন। দলের নেতৃত্ব দেবেন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন কলেজ শিক্ষক। প্রত্যেক কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। বরিশাল বোর্ডে ১৯টি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের মধ্যে ১০টি বরিশাল জেলার। এগুলো হচ্ছে- কামারখালী, [illegible] কলসকাঠি, বকেরগঞ্জ, বাইশারী, গৌরনদী, শরিকল, আগরপুর, ধামুরা ও আগৈলঝাড়া। অপর ৯টি ভোলার দৌলতখান, লালমোহন, চরফ্যাশন, বোরহানউদ্দিন; ঝালকাঠির রাজাপুর, কাঁঠালিয়া, আমুয়া; পটুয়াখালীর দশমিনা